দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... AUG 01 1999 ...
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৮ ...

উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

৮৩৭টি পদের মধ্যে ২৩১টি বিলুপ্ত ৮টি বিভাগ ৪টি করার প্রস্তাব

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক ॥ বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের জনবল রাজস্ব খাতে স্থানান্তরের জন্য সংস্থাপন মন্ত্রণালয় শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কাছে ব্যাপকভিত্তিক ছাঁটাই প্রস্তাব করেছে বলে নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা গেছে। প্রস্তাব অনুযায়ী বর্তমান সরকার আমলে যারা চাকরি পেয়েছেন তারা প্রায় সকলেই চাকরিচ্যুত হবেন। এ ব্যাপারে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক বর্তমান সরকারের একজন উপদেষ্টা মন্তব্য করেছেন, সরকারকে বিব্রতকর অবস্থায় ফেলার জন্য এই প্রস্তাব মহলবিশেষের ষড়যন্ত্র হতে পারে।

ছাঁটাই প্রস্তাবে একনেক অনুমোদিত বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল স্তরের ৮৩৭টি পদের মধ্যে ২৩১টি পদ বিলুপ্ত করতে বলা হয়েছে। শিক্ষকদের পদ বিলুপ্তির হার শতকরা প্রায় ৬০ ভাগ। মাত্র ৮২টি শিক্ষক পদের মধ্যে ৪৬টি পদই বিলুপ্তির প্রস্তাব করা হয়েছে। জানা গেছে, ছাঁটাই প্রস্তাবের খবরে ইতোমধ্যেই বিশ্ববিদ্যালয়ে তোলপাড় শুরু হয়েছে এবং শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারীরা বড় ধরনের আন্দোলনের প্রস্তুতি নিচ্ছেন। উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর আমিনুল ইসলাম জানিয়েছেন, তিনি সরকারি কোন চিঠি হাতে পাননি। তবে এ ধরনের প্রস্তাবের কথা লোকমুখে শুনেছেন। তিনি আরো জানান, এ ধরনের কোন প্রস্তাবকে বাস্তবে রূপ দেয়া হলে বিশ্ববিদ্যালয়ের অগ্রগতি ভীষণভাবে বিঘ্নিত হবে।

জানা গেছে, সংস্থাপন মন্ত্রণালয় উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের জনবল ছাঁটাইয়ের প্রস্তাবের পাশাপাশি এর ৮টি বিভাগের কয়েকটি বিলুপ্ত ও কয়েকটিকে একীভূত করে ৪টি বিভাগ করারও প্রস্তাব করেছে। এর মধ্যে স্টুডেন্ট সাপোর্ট সার্ভিস বিভাগের মতো অতি গুরুত্বপূর্ণ বিভাগের বিলুপ্তির প্রস্তাব রয়েছে। একই সাথে প্রস্তাবে ৮০টি স্টাডি সেন্টারের মধ্যে ৫টি বিলুপ্তি করার কথাও বলা হয়। এ স্টাডি সেন্টারগুলো ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য খুবই সহায়ক বলে জানা যায়।

১৯৯২ সালের অক্টোবর মাসে জাতীয় সংসদে বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় আইন পাস হয়। বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অফ ডিসট্যান্স এডুকেশনের কার্যক্রমকে একীভূত করে একটি বিধিবদ্ধ সংস্থা হিসেবে ঐ বছরই গাজীপুরে উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রম শুরু হয়। একই সাথে বিশ্ববিদ্যালয়টি এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের সহায়তায় ১৮০ কোটি টাকার একটি বিশেষ ধরনের প্রকল্পের অধীনেও কাজ করতে থাকে। জাতীয় সংসদে গৃহীত আইন (৩৮-১৯৯২) অনুযায়ী বিশ্ববিদ্যালয়ের যেকোন পদ সৃষ্টি ও নিয়োগের পূর্ণ ক্ষমতা এর বোর্ড অফ গভর্নরসের ওপর।

উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার মূল উদ্দেশ্য হলো, যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহার করে বহুমুখী পন্থায় সর্বস্তরের শিক্ষা ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের সম্প্রসারণ, শিক্ষার মান উন্নয়ন এবং শিক্ষাকে গণমুখী করে সর্বসাধারণের কাছে শিক্ষার সুযোগ পৌঁছে দিয়ে দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলা। বিগত বিএনপি সরকারের আমলে এই বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা কাজের অগ্রগতি ছিল শতকরা ১৮ ভাগ। বর্তমান সরকারের আমলে এর বাকি ৮২ শতাংশ কাজ শেষ করা হয় এবং প্রয়োজন অনুযায়ী এর জনবল বৃদ্ধি করা হয় বলে বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে জানা গেছে। এখন এই বিশ্ববিদ্যালয়ের নেটওয়ার্ক গ্রাম পর্যায়ে ছড়িয়ে আছে।

দেশব্যাপী এর ১২টি আঞ্চলিক কার্যালয়ের অধীনে ৮০টি স্টাডি সেন্টারসহ এক হাজারের ওপরে টিউটোরিয়াল সেন্টার গড়ে উঠেছে। এর ছাত্রছাত্রী সংখ্যা ১ লাখ ৬০ হাজারের ওপরে। এখানে এসএসসি, এইচএসসি প্রোগ্রামসহ মাস্টার্স এবং কৃষি, ভাষা ও অন্যান্য কারিগরি বিষয়ে জ্ঞান অর্জনের অনেকগুলো কর্মসূচি চালু রয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় তার মোট ব্যয়ের ৩০ শতাংশই নিজস্ব উৎস থেকে আয় করছে, যা অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় কখনোই করতে পারেনি বলে একজন কর্মকর্তা জানিয়েছেন।

জানা যায়, উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের সংশোধিত পিপি ১৯৯৭ সালের ২৭শে মে একনেক বৈঠকে পাস হয়। প্রধানমন্ত্রী ঐ একনেক সভায় সভাপতিত্ব করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান জনবল ঐ একনেক বৈঠকে অনুমোদিত পিপি অনুযায়ী নিয়োজিত। কিন্তু চলতি অর্থবছর থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের জনবল ও সম্পত্তি রাজস্ব খাতে স্থানান্তরের প্রক্রিয়া শুরু হলে সংস্থাপন মন্ত্রণালয় জনবল ছাঁটাইয়ের প্রস্তাব দেয়। ঐ প্রস্তাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের যোগদানের জ্যেষ্ঠতা অনুযায়ী শিক্ষক-কর্মকর্তারা চাকরিতে থাকবেন। অন্যদের পদ বিলুপ্ত হবে। এতে এই সরকার আমলে চাকরি পেয়েছেন এমন ব্যক্তিরা চাকরি হারাতে যাচ্ছেন।

সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগের ব্যাপারে উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সভাপতি প্রফেসর আবদুল আউয়াল খান জানিয়েছেন, প্রস্তাবকদের